



160166 - দশদনিরে বদলে দশ রাত্রি উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

প্রশ্ন

আমার জনকৈ আত্মীয়ের মনে এ প্রশ্নটির উদ্রকে হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণীতে: "দশরাত্রি" উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী? অথচ যলিহজ্জেরে দশদনিরে ফযলিত দবিভাগই ঘটে থাকে; রাত্রিবিলোয় নয়। তবে নঈসন্দহে আল্লাহর রয়ছে পরপূরণ প্রজ্ঞা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ তাআলা বলনে: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "শপথ ফজরে। শপথ দশরাত্রি।" [সূরা আল-ফাজর (১০২)] আলমেদরে মাঝে মতভদে ঘটছে যে, শপথকৃত দশ দ্বারা উদ্দেশ্য কী:

১। জমহুর আলমেরে মতে, সগেলো যলিহজ্জেরে দশদনি। বরং ইবনে জারীর (রহঃ) এই মর্মে ইজমা (একমত্য়) নকল করে বলছেন যে: "সগেলো হচ্ছ— যলিহজ্জেরে দশরাত্রি; তা'বীলকারগণরে (তাফসরিকারগণরে) এই মর্মে ইজমা করার দললিরে ভিত্তিতে।" [তাফসীরে তাবারী (৭/৫১৪) থেকে সংকলতি]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: "দশরাত্রি: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ যলিহজ্জ মাসরে দশদনি; যমেনটি বলছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনুয় যুবায়রে ও মুজাহদি প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলমেগণ।" [তাফসরিে ইবনে কাছরি (৪/৫৩৫)]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপতি হয়। সটেই হল: দনিগুলোকৈ রাত বলে উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

এ প্রশ্নরে উত্তর নমিনোক্তভাবে দেওয়া যতে পারে:

এখানে দনিগুলো সম্পর্কে রাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যহেতে আরবী ভাষায় প্রশস্ততা রয়ছে। কখনও কখনও রাত শব্দ উল্লেখ করে দনি উদ্দেশ্য করা হয় এবং দনি শব্দ ব্যবহার করে রাত উদ্দেশ্য করা হয়।

তবে সাহাবায়ৈ কেরোম ও তাবয়ীনদের মুখে অধিকি ব্যবহার হল: রাত শব্দকৈ দনি অর্থৈ ব্যবহার করা। যমেন তাদের কথার মধ্যৈ এসছে: صمنا خمساً (আমরা পাঁচ রাত রোযা রখেছি)। যদিও রোযা দনিরে বলেয় রাখা হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।



বশে কিছু আলমে এ বিষয়টি উল্লেখ করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৪/৩৩৪) এবং ইবনে রজব 'লাতায়ফুল মাআরফি' গ্রন্থে (৪৭০)।

২। কিছু কিছু আলমের মতে এবং সটেণ্ডি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এখানে দশরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— রমযান মাসের শেষে দশরাত্‌রি। তারা বলেন: যহেতে রমযানের শেষে দশরাত্‌রির মধ্যে লাইলাতুল ক্বদর রয়েছে। যে রাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) হাজার মাসের চয়ে উত্তম"। তিনি আরও বলেন: “নশ্চয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছি এক বরকতময় রাতে। নশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।”[সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ মতকে নরিবাচন করছেন; কেননা আয়াতের বাহ্যিকতার সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দখুন: শাইখ উছাইমীনের 'তাফসরি জুয আম্মা'